৭২

ভোরের কাগজ

তারিখ 30 MAR 1998
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত

বুয়েট প্রতিনিধি : গার্ডের হাতে বুয়েট ছাত্র লাঞ্ছিত হওয়া এবং ঐ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার প্রতিবাদে গতকাল রোববার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ধর্মঘট পালিত হয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে ব্যাচ '৯৩-এ ধর্মঘটের ডাক দেয়।

গত ১৯ মার্চ স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আহূত ধর্মঘটের সময় যন্ত্রকৌশল বিভাগের ছাত্র জিয়াউল বাশার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে ৪নং গেটের দুজন গার্ড দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে এই বলে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকেন যে, ছাত্রদের হাতে পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. আজাদুর রহমান আহত হয়েছেন। এ সময় জিয়াকে উপাচার্য অফিসে নিয়ে গিয়ে তার লিখিত বক্তব্য নেওয়া হয়। ছাত্রদের অভিযোগ, জিয়াকে তার লিখিত বক্তব্য সম্পন্ন করতে দেওয়া হয়নি।

এসব ঘটনার প্রতিবাদে '৯৩ ব্যাচের ডাকে গত ২৩ মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়। এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ ও সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দেন। কিন্তু ২৮ মার্চ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় গতকাল '৯৩ ব্যাচের আহ্বানের আবার ধর্মঘট পালিত হয়।

ধর্মঘটের সমর্থনে বুয়েটের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা গত শনিবার মধ্যরাতে একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করার পর বুয়েটের শহীদ মিনার চত্বরে একটি সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বুয়েট ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার কর দীপন বলেন, গার্ড দিয়ে ছাত্রকে লাঞ্ছিত করেও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা আর সহ্য করা যায় না। ছাত্রলীগ অতীতের মতো সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যে কোনো আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন দেবে।

বুয়েটে গতকাল কোনো ক্লাস হয়নি। সকাল থেকেই গেটে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অবস্থান নেয়। ক্যাম্পাসে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। '৯৩ ব্যাচের পাঁচজন ছাত্রের একটি দল সকাল সাড়ে ৯টায় উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে। উপাচার্য জিয়ার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি ও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দেন।

গতকাল সন্ধ্যার দিকে কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানায়, জিয়াকে বহিরাগত সন্দেহে গার্ডরা আটক করার জন্য দৌড়ে যায়, তখন ধস্তাধস্তির সময় যদি জিয়া আঘাত পেয়েই থাকে তবে তা দুঃখজনক। বিজ্ঞপ্তিতে তদন্তসাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।